বিশুদাস প্রোডাকসনের
সঙ্গীত সমৃদ্ধ নিবেদন

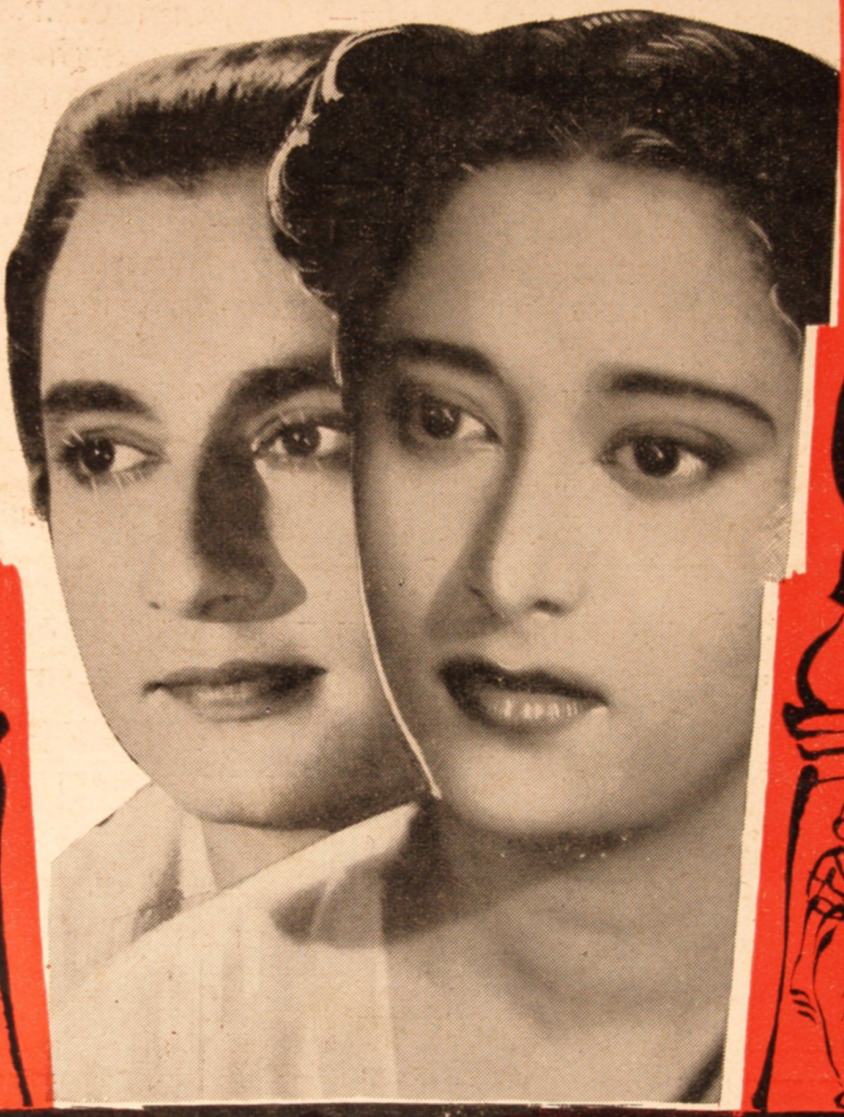

গোবিন্দদাস

CAPS/GROYS

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস

প্রযোজনা : **রঞ্জন চিত্র**

পরিচালনা : প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা	: কমল দাশগুপ্ত	প্রচার—	ক্যাপস্ (C.A.P.S.)
চিত্রগ্রহণ	: জি, কে, মেহতা	স্থিরচিত্র—	পরিমল চৌধুরী
শব্দ গ্রহণ	: বাণী দত্ত	নেপথ্য সঙ্গীত—	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
	রঞ্জিত দত্ত		প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
	ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়	শব্দযন্ত্র—	ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
সম্পাদনা	: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	কৃতজ্ঞতা স্বীকার—	ইষ্টার্ণ কার্পেট
শিল্প নির্দেশক	: বিজয় বোস		পঞ্চানন ঔষধালয়
দৃশ্যাঙ্কন	: অমিতাভ বর্দ্ধন	সহায়তা করেছেন-	ধীরেন সাহা, ধনঞ্জয় ভট্টা:
	আর আর সিন্ধে		মণ্টু বোস,
রূপ-সজ্জায়	: শক্তি সেন		জোজো মুখোপাধ্যায়
আলোক সম্পাতে	: হরেন গাঙ্গুলী		আশুতোষ বক্সী
নৃত্য পরিকল্পনা—	অতীন লাল	সাজ-সজ্জায়—	বৈজরাম শর্ম্মা
ব্যবস্থাপনা—	সুনীল চৌধুরী		নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই

চরিত্র চিত্রণে

বসন্ত চৌধুরী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, মঞ্জু দে, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, গৌর সী, অপর্ণা দেবী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, মীরা, পূরবী, অনু দত্ত, লীলাবতী (করালী) শ্রীকান্ত, করুণা দত্ত, প্রফুল্ল, রেবা, (এঃ) হৃষি বন্দ্যোঃ, প্রীতি মজুমদার, চন্দ্রকান্ত, কানু, চণ্ডী, লক্ষ্মী, ভূপেন, মহম্মদ, ইস্‌মাইল, আশুতোষ প্রভৃতি।

সহকারীবৃন্দ ঃ

প্রধান সহকারী পরিচালনা ও অতিরিক্ত সংলাপ—গৌর সী। পরিচালনায়—দয়ারাম ভক্ত, করুণা দত্ত, দিলীপ বোস্। সঙ্গীতে —তপেন বাবু। চিত্রগ্রহণে—সর্ব্বেশ্বর শেঠ, কেষ্ট মণ্ডল। শব্দগ্রহণে—অনিল নন্দন, পাঁচু মণ্ডল। সম্পাদনায়—নিরঞ্জন বোস। শিল্প নির্দেশনায়—পিন্টু রুদ্র। রূপ-সজ্জায়—পাঁচু বাবু। আলোক সম্পাতে—সুধীর, অভিমন্যু, সুদর্শন, দুখী, লক্ষ্মীকান্ত, অবনী।

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারিজ লিঃ এ পরিস্ফুটিত ও
ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি,-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক—**নর্ম্মদা চিত্র**

কাহিনীর সংকেত

শপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন গোবিন্দদাস। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন স্মৃতিরত্ন নির্বিরোধী শান্ত প্রকৃতির মানুষ সংসারে অন্য অবলম্বন বলতে শুধু তাঁর স্ত্রী ও অবিবাহিত কন্যা হৈম। ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ও মহারাজের বৃত্তি লাভ করে তীক্ষ্ণ ও মেধাবী গোবিন্দ ত্রিলোচন সার্ব্ব-ভৌমের টোলে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। কনিষ্ঠের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে—মধুসূদন ও তাঁর প্রতিবেশীরাও গোবিন্দের অতুজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত।

…সহসা স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। আশ্চর্য্য হোলেন মধুসূদন কারণ গোবিন্দ সম্বন্ধে কল্পনার যে বিরাট সৌধ গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তি উঠলো কেঁপে। তিনি জানতে পারলেন যে গোবিন্দ শাস্ত্রাধ্যয়ণ অবহেলা করে দিনের পর দিন মঙ্গল চামারের বাড়ীতে বসে কবিতা লেখে আর গান গেয়ে দিন কাটায়।

ঠিক এই সময় মহারাজের দ্বার পণ্ডিত আসেন স্মৃতির পরীক্ষা নিতে ত্রিলোচন সার্ব্বভৌমের টোলে। এসে জানলেন যে গোবিন্দ শুধু নীচ সংস্পর্শ করে তাই নয় উপরন্তু সে অত্যন্ত দাম্ভিক ও অসার কেষ্ট কেত্তন লেখায় মগ্ন। যাকে নিয়ে এত হৈ চৈ, সেই গোবিন্দ কিন্তু তখন নিরালায় বসে সারা পৃথিবীর মন হারানো রূপ সাগরে মুক্তা আহরণে ব্যস্ত।

ওর চোখে তখন ভাসে গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ দেখা এক মানবীর মুখচ্ছবি, কি তার রূপ কি তার কোমলতা! মুগ্ধ হয়ে যায় কবি।

যদিও আজ শত শত বৎসর পরে আমরা গভীর বিস্ময়ে বলি—সার্থক তোমার

রূপের পূজা—কিন্তু সেই দিন সেই মহাকবিকে হতে হয়েছিল লাঞ্ছিত সবার সামনে সে দিনকার ত্রিলোচন সার্বভৌম, দ্বারপণ্ডিত ও সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ কবিকে করেছিল জাতিচ্যুত—এমন কি আপন জন্মভূমি-নবদ্বীপ থেকে করেছিল কবিকে বহিস্কৃত।

—সমাজপতিদের নির্মম ব্যবহারে আর কলঙ্কের টীকা মাথায় নিয়ে জন্মভূমি থেকে কবি নিল বিদায়। নবদ্বীপ পেছনে পড়ে থাকে স্তূপীকৃত অভিশাপের মত। চলার পথে কবি এগিয়ে যায়, পেছনে পড়ে থাকে তার রচনা আর সুললিত কণ্ঠের গান। এই পথেই একদিন কবি এসে পৌছয় এক গ্রামে—ভক্ত জ্ঞানদাস বাবাজীর পীঠে। গ্রামের মোড়ল আয়োজন করে কবি লড়াইয়ের। সবাই এসেছে নূতন কবির গান শুনতে। এমন সময় এলো কবির প্রতিদ্বন্দ্বী—চমকে উঠে কবি—বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, ঐ তো তার মানসী—ঐ তো তার সব আরাধিকার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ; আজ নবরূপ পরিগ্রহ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে। নির্ঝরিনীর ধারার মত চলে গান উভয়ের সুললিত কণ্ঠে। কবির স্বতঃস্ফূর্ত রচনা আর সঙ্গীতের মূর্ছনায় গ্রামের প্রতিভূ তুলসী এক সময় হারিয়ে ফেলে নিজেকে। তার কণ্ঠের গান যায় স্তব্ধ হয়ে। নিজের অজান্তেই কবির পায়ে আছড়ে পড়ে তার মন।

কবির চলার পথে নূতন পথের সাথী হোল তুলসী, পথেই চলে তাদের রচনা সেই রচনাই দুজনার কণ্ঠে গান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। মহারাজ কবিকে উপহার দিলেন গলার মুক্তার হার। কবিকে বিভূষিত করলেন রাজ কবির সম্মানে। কিন্তু তবুও কবির নামে তুলসীকে নিয়ে অপবাদে আর কলঙ্কে ছেয়ে গেল দেশ। যেখানেই যায়, ঐ কলঙ্ক উষ্ণতর হয়ে তুলসীকে করে তোলে উন্মনা, মধুমতীকে করে কাতর—আর অবরুদ্ধ এক প্রচণ্ড ক্রোধে মঙ্গল ছটফট করে। এই কলঙ্কের বোঝা থেকে কবিকে মুক্ত করতে তুলসী একদিন চোরের মত কবির আশ্রয় ত্যাগ করে চলে গেল।

বৃন্দাবনে রাস পূর্ণিমায় পরম বৈষ্ণবরা একত্রিত হয়েছেন। কবিও ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে। তারপর? বৃন্দাবনের পথের ধূলায় ভগবান কি আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন ভক্তের আকুল-করা ডাকে? কবির হাত ধরে তুলসী কি আবার এগিয়ে চলেছিল দেশের ঘরে ঘরে তাদের মিলিত কণ্ঠের গান শোনাতে?

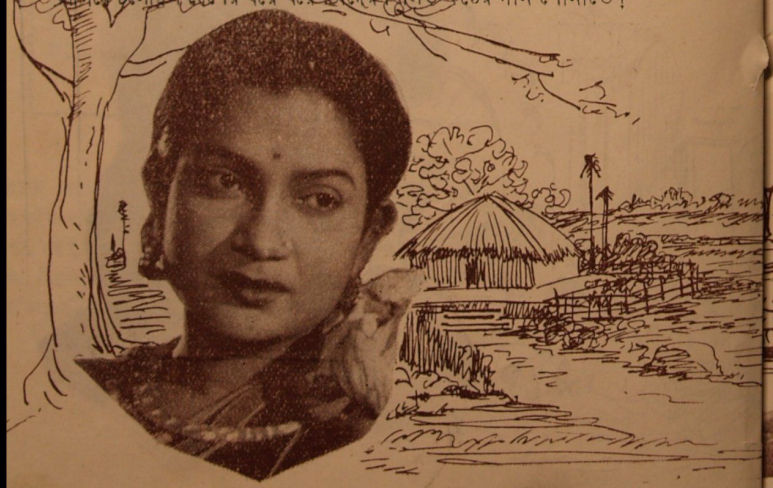

(১)

জাগোরে পুরবাসিগণ জাগোরে জাগোরে
ভোর হল খোলো নয়ন, খোলো খোলো নয়ন
জাগোরে পুরবাসিগন জাগোরে জাগোরে ॥

(২)

গোবিন্দ :—
ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরনার বিন্দরে
দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধুরে
ভজহুঁ রে মন ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাম রে
পূজন সখীজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাস রে ॥

তুলসী :—
বিনোদিনী রাধা অভিসারে চলে ওই
বিনোদিনী
শ্যাম অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁন্ধিয়া কবরী
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী
নাশায় বেসর দোলে মুকুতা হিল্লোলে
নবীন কোকিলা জিনি আধো আধো বোলে
আধো আধো বোলে
আধো আধো বোলে।

গোবিন্দ :—
সুন্দর অভিসারে করল পয়ান
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান ॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খশে মনি জানি
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহরে পিক বাণী ॥

তুলসী :—
মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার
ঐছে সময় ধনী করু অভিসার
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি ॥

গোবিন্দ :—
নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর
নীল বলয় গলে ভুজ যুগ মণ্ডিত
পহিরন নীল নিচোল ॥

মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল
বারিকি বারই নিল নিচোল
গোবিন্দ :—
সুন্দরী কৈছে করবী অভিসার
হরি রহ মানস সুরধুনি পার
সুরধুনি পার ॥
আদরে আগুসারি রাইকো হৃদয়ে ধরি
জাঁনু উপরে পুন রাখি
নিজ কর কমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি ॥
পীরিতি মুরতী অধি দেবা
যাকর দরশনে সব দুখ মিটই
সোই আপনি করু সেবা ॥

(৩)

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে
গোবিন্দদাসের জীবন হেন
পিরীতি বিষম মানহ কেন ॥

একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভুষিত
কণ্টকে জর জর ভেল
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল।—
তুহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশ
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গনলুঁ—
কহতহি গোবিন্দদাস ॥
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি
অবহুঁ টুটায়ব গেহ ॥
সব অপরাধ মম ক্ষেমহ বর মাধব
তুঁয়া পায়ে সোপলুঁ পরাণ
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদগদ
হেরইতে রাইকো বয়ান ॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি
নীল ভ্রমর গন
(আহা) নীল ভ্রমর গন পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার
গোবিন্দদাস অতয়ে অনু মানল
রাই চললি অভিসার।

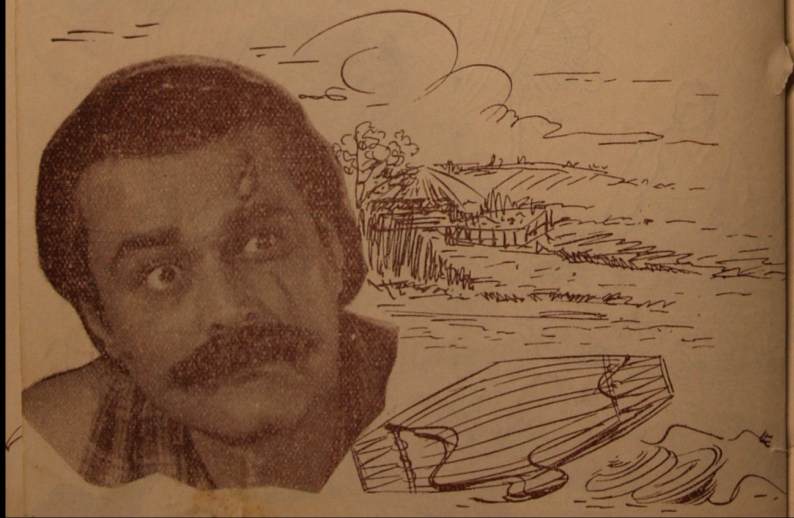

গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে জটিলা ভিখ আনি দেল
মৌনি যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত বুঝল ভিখ নাহি-নেল
জটিলা কহত তব ফাতুহুঁ মাঁগত যোগী কহত বুঝাই
তেরে বধূ হাত ভিখ হাম লেয়ব তুরি তুঁহি দেহ পাঠাই
পতিবরতা বিনু ভিখ যব লেয়ব যোগীবরত হোয়ে নাশ
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত ধাই কহল বধু পাশ
দ্বারে যোগীবর পরম মনোহর জ্ঞানী বুঝল অনুমানে
বহুত যতন করি রতন থারি ভরি ভিখ দেহ তছুঠামে ॥
শুনি ধনি রাই আই করি উঠল যোগী নিয়ড়ে হাম যাব
জটিলা কহত-তব যোগী নহ আনমত দরশনে হৈয়ব লাভ
গোধূম চূর্ণ পূর্ণ থারিপর কনক কটোরী ভরি ঘিউ
কর যোড়ে রাই লেহ করি ফুকরই তাহে হেরি থর হরি জিউ।
যোগী কহত হাম ভিখ হাম লেয়ব ও মুখ বচন এক চাই
নন্দনন্দন পর যো অভিমানল, মাফ করহ ঘর যাই
শুনি ধ ন রাই চৌরে মুখ ঝঁপল ভেখ ধারি নটরাজ—
গোবিন্দদাস কহ নটবর শেখর
সাধি চলত নিজ কাজ ॥

(৬)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিনু
দয়া করি না ছোড়বি মোয়।

ও মোর চাঁদ বদনী—ও মোর চাঁদ বদনী—
ও মোর চাঁদ-বদনী-নাচো-নাচোতো দেখি নাচো-নাচোতো দেখি
নাচো নাচোতো দেখি ও মোর চাঁদ বদনী—ও মোর চাঁদ বদনী
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর
দ্রুত-গতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির না বাজিবে মঞ্জির
ও মোর চাঁদ-বদনী-ও মোর চাঁদ বদনী—নাচো নাচো তো দেখি
ও মোর চাঁদ বদনী।
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচো বুঝিব প্রেয়সী—
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচো বুঝিব প্রেয়সী—বুঝিব প্রেয়সী
হারিলে তোমার লব বেসর কাঁচলী—লব বেসর কাঁচলী
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুয়লী-দিব মোহন মুরলী
ও মোর চাঁদ বদনী ও মোর চাঁদ বদনী—

(৮)

সখিরে হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

* * *

ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরীক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঁয়ায়বি
হরি বিনু দিন রাতিয়া দিন রাতিয়া
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
তফাতে রহুন তারা
বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড়া হইয়া আয়লো সজ ন
আঁধার করিয়া আলা
আলোর ভিতরে কালোটি আছে
চৌকী রয়েছে তথা
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা ॥

(১০)

শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ রে
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথী মত্ত মধুকর ভোরণী
হেরত রাতি ঐছণ ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি রে
মুরলি গান পঞ্চম তান মুরলী—
পঞ্চম সুরে বাজিল রে
গোপী জন মন আকুল করি
পঞ্চম সুরে বাজিল রে—
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণী
শুনত গোপী প্রেমহি রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সঁপিরে
তাঁহি চলত যাহিঁ বোলত মুরলীক কল রোলনী
বিছুরি গেহ নিজহি দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কন এক
এক কুণ্ডল দোলনী

শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ রে
খসল বসন রসণ চেলি
গলিত বেণী লোলনী—

বিপিনে মিলল গোপ নারী
হেরি হসত মুরলী ধারী
পূছত সবকু গমন ক্ষেম
কহত কিয়ে করবি প্রেম ?
হেরি ঐছন রজনী ঘোর
ত্যাজী-তরুণী পতিক কোর
কৈছে আওলী কানন ওর
থোর নহত কাহিনী
ঐছন বচন কহল যব কান
ব্রজ রমনী গন সজল নয়ান
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ
অব কহ কপটে ধরম যুত বোল
ধার্ম্মিক হরয়ে কি কুমারী নিচোল
তোহে সোঁপিত জীউ তুয়া রস পাব
তুয়া পদ ছোড়ি আব কো কাহাঁ যাব
কোথা বা যাবো
বল বল বঁধু কোথা বা যাবো—
এই সমর্পিত দেহ লয়ে বল বল বঁধু
কোথাবা যাবো
তুয়া পদ ছোড়ি আব কো কাহাঁ যাবো
এতহুঁ কহল ব্রজ যুবতী মেল
ব্রজ যুবতী মেল
শুনি নন্দনন্দন হরষিত ভেল হরষিত ভেল
করি পরসাদ তহিঁ করত বিলাস
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস ॥

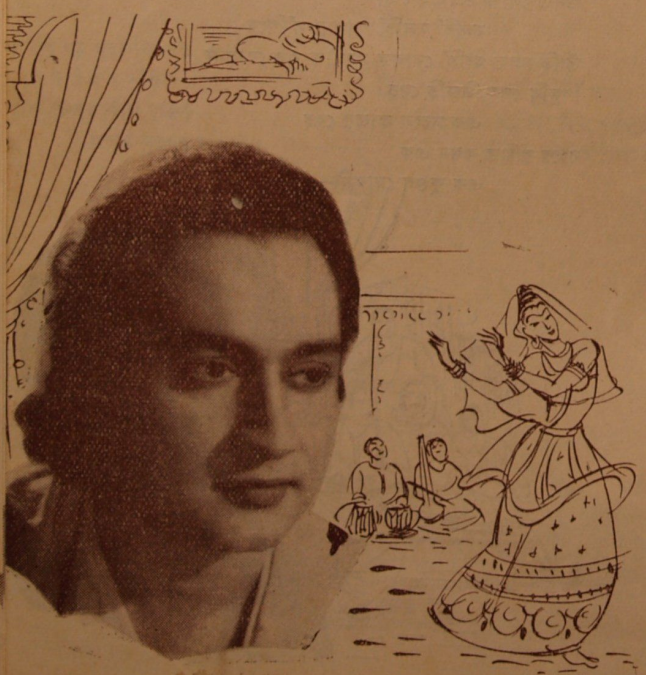

একমাত্র পরিবেশক—**নর্মদা চিত্র**

৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নর্মদা চিত্র ৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও

দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহন বাগান লেন, কলি-৪ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দশ পয়সা